গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিব এঁর দপ্তর
www.mowr.gov.bd

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" মোকাবিলা এবং করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা।

সভাপতি : জনাব কবির বিন আনোয়ার, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময় : সোমবার, ১৮/০৫/২০২০খ্রি:; বেলা ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন আন্দমান সাগর এলাকায় সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" আকারে বাংলাদেশ উপকূলে আগামী ২০মে নাগাদ আঘাত হানার সম্ভবনা রয়েছে। এটার আই-লাইন বাংলাদেশ-ভারত বর্ডার এর মাঝামাঝি রয়েছে। এতে তামিলনাড়ু-উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশে স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আসন্ন এই দূর্যোগ মোকাবিলা এবং করণীয় বিষয়ে উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা ও বরিশাল জেলা সমূহের জেলা প্রশাসক সহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি ভিডিও কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি দেশব্যাপী সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে আজকের ভিডিও কনফারেন্স আহ্বানের পটভূমি তুলে ধরেন এবং আসন্ন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে সভাকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান যে বরিশাল বিভাগ এবং খুলনা বিভাগের উপকুলীয় জেলাসমূহে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ মোট পয়েন্ট রয়েছে ৪৪৭টি। এর মধ্যে ৪০টির অতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করা যায় অতি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টের কাজগুলি শেষ করে যদি আরও ছোটখাটো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জরুরি কাজ প্রয়োজন হয় সেগুলোও শেষ করা সম্ভব হবে। উপকূলীয় জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা ও সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরুপঃ

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সাতক্ষীরা		
	আসন্ন দূযোর্গ মোকাবেলায় সাতক্ষীরা জেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করছে। গোটা সাতক্ষীরার সবচেয়ে সংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে ভাঙ্গণ কবলিত শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও পদ্মপুকুর এলাকার সংস্কার কাজ করার জন্য বাপাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন। কাজ তদারকির জন্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গাবুরা ও পদ্মপুকুর এলাকা পরির্দশনে গেছেন। এছাড়াও সাতক্ষীরা বাপাউবোর অধীনে ২০ (বিশ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • শ্যামনগরের জন্যে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিতে হবে। তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন। দূযোর্গকালীন প্রয়োজনে কালিগঞ্জ/দেবহাটার এসি ল্যান্ডকে তিনি দলে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল, যশোর থেকে বাপাউবোর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে সাতক্ষীরা/বাগেরহাট উপকূলীয় এলাকায় সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতি প্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (খুলনা), নির্বাহী প্রকৌশলী (সাতক্ষীরা), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (সাতক্ষীরা)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		• জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	
২.	খুলনা		
	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা ও পাইকগাছার ভাঙ্গণ এলাকায় জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে বাপাউবো ভাঙ্গণরোধে কাজ শুর করেছে। খুলনা জেলায় দূর্যোগ মোকাবেলায় বাপাউবো, জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি একত্রিত হয়ে জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতায় কাজ করছে। ভাঙ্গণরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিও-ব্যাগ, বালু, অন্যান্য উপকরনাদিসহ সহ শ্রমিকের সংস্থান রাখা হয়েছে। খুলনা জেলার বেড়িবাঁধগুলো বহুপুর্বে তৈরী। অধিকাংশ বাঁধ দূর্বল এবং লো-হাইটের। এজন্য বর্তমানের উপযুক্ত করে নতুন ডিজাইন সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ। নুতন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন বর্তমানের ফিবছরের দূর্যোগ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সহায়ক হবে। এছাড়াও খুলনা বাপাউবোর অধীনে ০৫ (পাঁচ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ভাঙ্গন এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল, যশোর থেকে বাপাউবোর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে সাতক্ষীরা/বাগেরহাট উপকূলীয় এলাকায় সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (খুলনা), নির্বাহী প্রকৌশলী (খুলনা), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (খুলনা)।
৩.	বাগেরহাট		
	বাগেরহাট জেলার ৩৪৭ কি:মি: বেড়িবাঁধ নীচু এবং দূর্বল। এর মধ্যে শরণখোলার ২কি:মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। সম্ভাব্য ভাঙ্গণপ্রবণ এলাকায় জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, মিডিয়া পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ করেছে। ভাঙ্গণরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিও-ব্যাগ, বালুসহ শ্রমিকের সংস্থান রাখা হয়েছে। বাপাউবোর টিম সঠিকভাবে কাজ করছে। এছাড়াও বাগেরহাট বাপাউবোর অধীনে ১০ (দশ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ভাঙ্গন এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (খুলনা), নির্বাহী প্রকৌশলী (বাগেরহাট), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (বাগেরহাট)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		• স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	
৪.	বরগুনা		
	স্বল্প সময়ের নোটিশে ৫০৯টি সাইক্লোন সেন্টার প্রস্তুত/চালু রাখা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভুমি) সার্বক্ষণিক বেড়িবাধেঁর তদারকিতে নিয়োজিত আছে। বাপাউবোর ৮০০ কি:মি: বাঁধ ১৯৬৬-৮০ এরমধ্যে নির্মিতহয়েছে। ঘুর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দূর্বল বাঁধ মেরামতের কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, নৌবাহিনী একযোগে একত্রিত হয়ে কাজ করছে। এছাড়াও বরগুনা বাপাউবোর অধীনে ০৫ (পাঁচ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (বরগুনা), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (বরগুনা)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	ভোলা		
	ভোলা জেলার ভাঙ্গণ প্রবণ বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘুর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ মনপুরা উপজেলার ২কি:মি: বাঁধ সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া দুর্বল অংশ সংস্কার করা হচ্ছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভুমি) সার্বক্ষণিক বেড়িবাধেঁর তদারকিতে নিয়োজিত আছে। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, নৌবাহিনী একযোগে একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। চর এলাকায় জলাবদ্ধতা হতে পারে এমন স্থান গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও ভোলা বাপাউবোর অধীনে ২৬০০০০ (দুই লক্ষ ষাট হাজার) সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ভাঙ্গন এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (ভোলা), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (ভোলা)।
৬.	পিরোজপুর		
	ঘুর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ ৮টি স্থান মেরামত করা হয়েছে। ২টি স্থানের মেরামত চলছে। ২টির টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভুমি) সার্বক্ষণিক বেড়িবাধেঁর তদারকিতে নিয়োজিত আছেন। জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। এছাড়াও পিরোজপুর বাপাউবোর অধীনে ০৫ (পাঁচ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (পিরোজপুর), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (পিরোজপুর)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	
৭.	ঝালকাঠি		
	জেলায় ঘুর্ণিঝড় "আম্পান" এর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগন সার্বক্ষণিক বেড়িবাধেঁর তদারকিতে জরুরী কাজে নিয়োজিত আছে। জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। এছাড়াও জালকাঠি বাপাউবোর অধীনে ০৩ (তিন) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • বাপাউবোর অন্য এলাকার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে উপকূলীয় এলাকায় সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (ঝালকাঠি), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (ঝালকাঠি)।
৮.	বরিশাল		
	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটি সভা করে ঘুর্ণিঝড় "আম্পান" মোকাবেলায় সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আজ বরিশাল আসবেন। উনিও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। বিভিন্ন উপজেলার বেড়িবাঁধ তদারকিতে অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসকের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়েছে। জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। এছাড়াও বরিশাল বাপাউবোর অধীনে ১০ (দশ)	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয়	বাপাউবোর ডিজি, প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (বরিশাল)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে।	জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • বাপাউবোর অন্য এলাকার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে উপকূলীয় এলাকায় সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষাণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। • যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে।	
৯.	পটুয়াখালী		
	জেলা প্রশাসন ঘুর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে। এ জেলায় ১৩৫০ কি:মি: বাধেঁর মধ্যে ১৬৫ কি:মি: ঝুর্কিপূর্ণস্থান মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে। অতিঝুকিপূর্ণ দুমকি উপজেলার পারেরবাড়ী এলাকার সংস্কার কাজ করতে হবে। ৭০১টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক, সহকারী কমিশনারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়েছে। জেলাপ্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বাপাউবো, পুলিশ, একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। এছাড়াও পটুয়াখালী বাপাউবোর অধীনে ১০ (দশ) হাজার সিনথেটিক (জিও) ব্যাগ মজুদ আছে। <u>পায়রা বন্দর এলাকা</u> তবে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত লালু ইউনিয়নের ভাঙ্গণ রোধে আপাতত জিও-ব্যাগের মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হবে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের একপাশের ৭ কি:মি: এলাকা পুরাপুরি খোলা রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ অংশে মেরামতের কাজ শুরু করা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হবে না। এবিষয়ে সভায় গত ০৪ মে ২০২০ তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাপাউবো, পায়রা বন্দরের প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পটুয়াখালী), নির্বাহী প্রকৌশলী (কলাপাড়া), বাপাউবোসহ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ নিয়েও আলোচনা হয়। পর্যবেক্ষণ সমূহ নিম্নরূপঃ • এ বৎসর বাঁধ করা সম্ভব নয়, কারণ বৃষ্টির ভিতর মাটির কাজ করা কারিগরি দিক দিয়ে করা সমীচীন মনে হয়নি। এব্যাপারে পায়রা	• ২০মে নাগাদ স্থল নিম্নচাপটি আঘাত হানতে পারে। হাতে সময় খুব কম থাকায় এখনই, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তিনি সামগ্রিকভাবে জরুরী কাজের তদারকী ও সমন্বয় করবেন। • নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সম্ভাব্য ভাঙ্গণ এলাকায় অবস্থান করবেন। • বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে বাপাউবো, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। • স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত রাখবার জন্যে দূর্যোগ প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে হবে। • বাপাউবোর অন্য এলাকার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে উপকূলীয় এলাকায় সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। • পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু, ব্যাগসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক মোবিলাইজেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন। • আসন্ন ঈদের বিষটিকেও আগে থেকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। • বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, আবহাওয়া অধিদপ্তর একসাথে ঘূর্ণিঘড় "আম্পান" এর গতিপ্রকৃতি মনিটর করছে। নিয়মিত বিরতিতে তারা সর্বশেষ তথ্য প্রচার/আপলোড/অবহিত করবার ব্যবস্থা নিবেন। • জেলা প্রশাসকগণ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা SOD এর বিধান এবং করোনা সংশ্লিষ্টতায় জারীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	বাপাউবোর ডিজি, এডিজি (পরিকল্পনা), প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল), নির্বাহী প্রকৌশলী (পটুয়াখালী), নির্বাহী প্রকৌশলী (এফএফ ডাব্লিউসি) এবং জেলা প্রশাসক (পটুয়াখালী)।

নং	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বন্দরের প্রকল্প পরিচালকও একমত প্রকাশ করেন। দু'টি রেগুলেটর (১টি ১ ভেন্ট ও একটি ২ ভেন্ট) নির্মাণ না করলে বাধ নির্মাণ করে কোন সুফল পাওয়া যাবেনা । • উক্ত এলাকায় স্বাভাবিক জোয়ারে পানি ওঠেনা, শুধু মাত্র অমাবস্যা/পুর্ণিমাতে ভরাটকালে ০.৬-০.৯ মিটার পর্যন্ত পানি ওঠে। তবে পানি শুধুমাত্র গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত পৌছে ফলে এর effect খুব বেশীদূর পর্যন্ত যায়না মর্মে প্রতীয়মান । •গত তিন বছর যাবৎ উক্ত এলাকায় পানি ওঠে এবং সম্পূর্ণ এলাকা পর্যায়ক্রমে পায়রাপোর্ট অধিগ্রহণ করে পুরো এলাকা Land fill করবেন এবং তীর প্রতিরক্ষা কাজ করবেন। এমতাবস্থায়, যদি সময়মত সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তবে পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে বাঁধের কাজ করা যেতে পারে।	• যে কোন প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ (মোবা: নং-০১৩১৮২৩৪৫৬০) করা যেতে পারে। • পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য বাপাউবোর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) এ মাসে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। কারিগরি ও আর্থিক বিনিয়োগ বিবেচনায় বর্তমান সময়ে এ অংশে নুতন করে বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের কাজ শুরু করা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হবে না।	

২। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি ভিডিও কনফারেন্স/ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০১১.২৫.০০৪.১৪-১৩৫ তারিখ: ১৮-০৫-২০২০

অনুলিপি কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৯. যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং/হাইড্রোলজি/খুলনা জোন/বরিশাল জোন, বাপাউবো।
১১. জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা/খুলনা/বাগেরহাট/পিরোজপুর/ঝালকাঠি/বরগুনা/পটুয়াখালী/ভোলা/বরিশাল।
১২. জনাব মাহমুদ হাসান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ওআইসি, প্রধানমন্ত্রীর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল।
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, বাপাউবো, সাতক্ষীরা/খুলনা/বাগেরহাট/পিরোজপুর/ঝালকাঠি/বরগুনা/পটুয়াখালী/ভোলা/বরিশাল।
১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো, ঢাকা।
১৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
১৭. জনসংযোগ কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮/০৫/2020

(এস.এম. সাদিক তানভীর)
সচিবের একান্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫১৫৫৩৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬৭৬৬৩৪৯
ই-মেইল: pssec@mowr.gov.bd

সভার ছবি

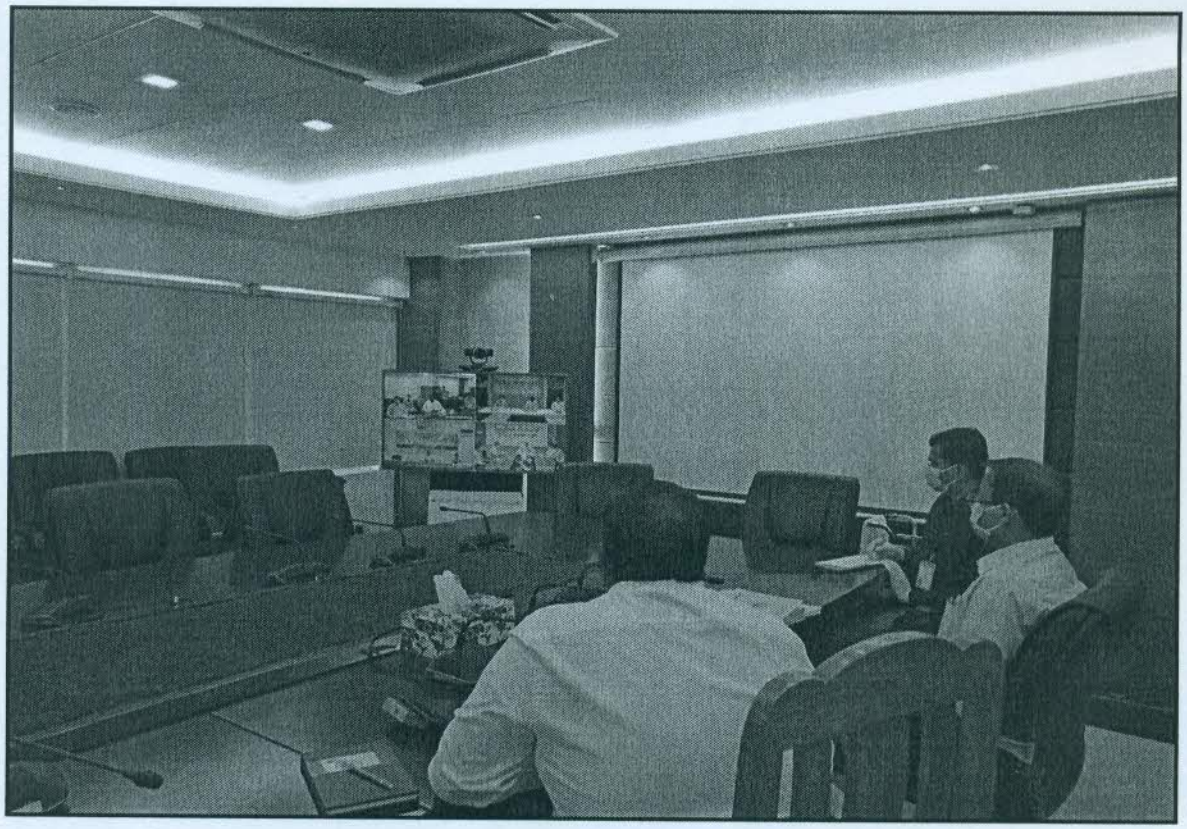

সভার ছবি

সভার ছবি